আল্লাহ্‌র আউলিয়ার রহস্য

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্‌, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্‌, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আল্লাহ (জাল্লা জালালুহু) যেন কাউকে তাদের নাফসের হাতে ছেড়ে না দেন। নাফস মানুষের সম্মানহানি করে। মানুষ যত কম বোঝা নিবে তত স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে। আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লা) সবাইকে ভিন্ন শক্তি এবং ভিন্ন সামর্থ্য দিয়েছেন। সবাই একরকম নয়।

কিছু মানুষ দিনে ১৮ ঘণ্টা, ২০ ঘন্টা বা তারও বেশী কাজ করে। কিছু মানুষ করে ১০ থন্টা, কিছু ৫ ঘন্টা আর অনেকে ২ ঘন্টায় ক্লান্ত হয়ে যায়। এই জন্যই যা করতে পারবে না বা যে কাজের ভার বহন করতে পারবে না সেরকম কাজ মানুষের হাতে নেয়া উচিৎ নয়। এই ব্যাপারটি সবক্ষেত্রেই এবং সব বিষয়েই প্রযোজ্য।

আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

"ইন্না আরাদনাল আমানাতা 'আলাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়াল জিবালি ফা'আবাইনা আন ইয়াহমিলনাহা ওয়া আশফাকনা মিনহা ওয়া হামালাহাল ইনসানু ইন্নাহু কানা যালুমান জাহুলা।" (সুরাহ আহযাবঃ৭২) আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লা) একটি উদাহরণ দিচ্ছেন। "আমি এই আমানাত উপস্থাপন করেছি পর্বত, পৃথিবী এবং আসমানসমূহের কাছে এবং তারা বলেছে তারা তা বহন করতে অক্ষম। মানবজাতি বলল তারা সেটা বহন করবে। তারা বেশ যালিম এবং বেশ মূর্খ।" আল্লাহ (জাঃজাঃ) এভাবে মানবজাতির বর্ণনা করেন কারণ আল্লাহ্‌র দেয়া আমানাত বহন করা সহজ কাজ নয়।

মানবজাতি বলল তারা সেটা বহন করবে কারণ আল্লাহ (জাঃজাঃ) রুহ সমূহকে তা জিজ্ঞেস করেছিলেন যখন তিনি তাদের সৃষ্টি করেন। এই আমানাতটি কি? যখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, "আমি কি তোমাদের স্রষ্টা নই, তোমাদের মা'বুদ এবং তোমাদের প্রভু নই?" তারা সবাই বলে, "হ্যাঁ"। এটিই

সেই আমানাত। কিন্তু যারা তা বহন করেনা তারা মূর্খ এবং যালিম কারণ তারা তাদের অঙ্গীকার রক্ষা করছে না। তারা বলেছিল তারা এই আমানাত বহন করবে, কিন্তু যখন তারা বহন করেনি তখন তারা যালিমের সংজ্ঞার ভিতরে পড়ে গেছে।

তারা বেশ মূর্খ। মূর্খের মানে কি? শুধু মূর্খই নয়, তারা মূর্খতার শেষ পর্যায়ে আছে, মানে সেসব লোক যারা অত্যন্ত মূর্খ। এই কারণেই নম্রতা আল্লাহ্‌র নাবীগণের এবং মুমিনদের একটি বিশেষ চরিত্র। যদি মানুষ তাদেরকে খারাপ কিছুও বলে, তারা নম্রতা দেখায় এবং বলে যে তারাওতো আমাদেরই মত মানুষ।

আমাদের পবিত্র নাবীও (সাঃ) সেরকম ছিলেন। একদা একজন লোক আমাদের পবিত্র নাবীকে (সাঃ) দেখতে এসে কাঁপতে শুরু করে। তিনি (সাঃ) বলেন, "বসো, ভয় পেও না, আমিও একজন মানুষ যার মা রুটি খেত। আমিও তোমারই মত একজন মানুষ, ভয় কোরোনা।" তিনি এরকম মানুষ ছিলেন।

কিন্তু এখনকার মানুষদের মাঝে কোন মানবতা নেই। তারা নিজেদের অনেক উঁচু ভাবে। তারা মানুষের সাথেও এরকম আচরণ করে। এসব লোকদের দেখে হয় মানুষ হাসে অথবা তাদের সাথে দূরত্ব বজায় রাখে। আর কোন পথ নেই এবং এটা উদাহরণস্বরুপ উল্লেখ করা হলো।

যেসব বান্দারা আল্লাহ্‌র আউলিয়া উনাদের আল্লাহ চিনেন। সবাই তাদের চিনে না কারণ তারা নিজেদের লুকিয়ে রাখতে চায়। অতীতেও উনারা এরকম ছিলেন। যখন মানুষ তাদেরকে আল্লাহর ওয়ালী হিসেবে চিনে ফেলত তখন হয় উনারা সেই স্থান ত্যাগ করে চলে যেতেন অথবা সাথে সাথেই উনাদের আখিরাতে নিয়ে নেয়া হতো। এটাও আল্লাহ (জাঃজাঃ) হতে নির্ধারিত তাকদীর যে উনারা নিজেদের রহস্য উন্মোচন করতে চাইতেন না এবং মানুষদের চোখে পড়তে চাইতেন না।

তারা দাবী করতেন না যে তারা আল্লাহ্‌র ওয়ালী, পৃথিবীর রুহানীয়াতের স্তম্ভ বা কোনকিছু। আমাদের সর্ববৃহত উদাহরণ হচ্ছে আমাদের শেইখ, আমার বাবা, হাযরাত শেইখ নাযিম (কাদ্দাস আল্লাহু স্যাররুহু)। জীবনে কখনো তিনি আল্লাহ্‌র ওয়ালী হবার দাবী করে একটি শব্দ উচ্চারণ করেন নি। কিন্তু উনাদের আধ্যাত্মিক অবস্থার কারণে উনারা মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েন । তবে উনারা বেশীরভাগ সময়ই অজানা থাকেন। উনারা মানুষদের আশেপাশে ঘুরে বেড়ান কিন্তু অজানা থাকেন।

পৃথিবীতে উনাদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করা। যখনই একজন ওয়ালী আখিরাতে চলে যান, উনার জায়গায় আরেকজন আসেন। ১২৪,০০০ আউলিয়া পৃথিবীতে আছেন। অতীতে জনসংখ্যা কম থাকার কারণে উনাদেরকে সংখ্যায় বেশী মনে হত, উনাদের একটু বেশী দেখা যেত। কিন্তু এখন পৃথিবীতে বহু বিলিয়ন মানুষ। এখন এই ১২৪,০০০ আউলিয়া এক হাজারেও একজন হয় না।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

এই জন্যই কেউ আউলিয়াদের দেখা পেতে চাইলে তার জন্য আন্তরিকভাবে খুঁজতে হবে। যারা উনাদের খুঁজে পেতে চায় না তাদের সামনে উনারা আসেন না। উনাদের চোখের দৃষ্টিও তোমাদের হিদায়াতের একটি কারণ হতে পারে। আল্লাহই ভালো জানেন। এটাই আল্লাহ্‌র (জাঃজাঃ) হিকমাত কারণ আল্লাহ (জাঃজাঃ) সবকিছুকেই অন্য কোন না কোন জিনিসের মাধ্যম হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। কাকতালীয় বলে কিছু নেই। কারও যদি হিদায়াত লাভ করার কথা থাকে তাহলে আল্লাহ (জাঃজাঃ) কোন না কোন মাধ্যমে সেই মানুষকে উনার প্রিয় বান্দার সাথে, উনার ওয়ালীর সাথে সাক্ষাৎ করাবেন।

আউলিয়া আল্লাহ্‌দের অনেক ধাপ এবং অনেক স্তর আছে। আউলিয়াদের মাঝে অনেকে জানেনই না যে উনারা আল্লাহ্‌র আউলিয়া। শুধুমাত্র আখিরাতে উনারা জানতে পারবেন। কেন? কারণ ওয়ালী মানে আল্লাহ্‌র বন্ধু এবং আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা। তাই উনারা অলৌকিক কোন শক্তি পাওয়ার জন্য কাজ করেন না, উনারা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র ভালোবাসা লাভ করার জন্য সেই স্তরে পৌঁছাতে চান। উনারা সেভাবেই আখিরাতে চলে যান। আল্লাহ (জাঃজাঃ) উনাদের সমস্ত উচ্চতা এবং স্তর উনাদের কাছে প্রকাশ করবেন আখিরাতে।

উনারা যদি নিজেদের ব্যাপারে পৃথিবীতে নাও জানেন তবুও উনারা চারিপাশে ভালো ছড়ান, মানুষকে আলো এবং বোধোদয় দেন। উনারা বেশীরভাগ সময়ই যাদের সাথে সাক্ষাৎ হয় তাদের জন্য হিদায়াতের মাধ্যম হন। উনারা মানুষের সমস্যার সমাধানে পরিণত হন। উনাদের দু'আ গৃহীত হয়।

যারা উনাদের সাক্ষাৎ লাভ করে এবং উনার কাছে পৌঁছায় তাদের ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে, "লা ইয়াশকা জালিসুহুম।" যারা উনাদের সাথে বসে তারা দস্যুতার পথে চলতে পারে না। যারা উনাদের সাথে দেখা করে তারা দস্যুতার পথ বজায় রাখতে পারে না। দস্যুতা বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে তাদের শেষ পরিণতি খারাপ হবে না, তাদের শেষ ভালো হবে।

আউলিয়াদের স্তর আছে। আবদাল, আখইয়ার, চল্লিশজন, সাতজন, তিনজন, তারা সবাই ভিন্ন এবং আরও আছে কুতুব এবং গাউস। আল্লাহ (জাঃজাঃ) জানেন উনারা কারা। নিশ্চিতভাবে উনারা সবসময় পৃথিবীতে উপস্থিত আছেন। উনারা তোমার বা আমার জানা মানুষ নয়। আল্লাহ (জাঃজাঃ) জানেন উনারা কারা। বেশীরভাগ সময়ই উনারা লুকায়িত থাকেন।

সবার নিজের মাথায় যা আসে তাই বলা উচিৎ নয় এভাবে যে, "ইনি কুতুব, ইনি গাউস।" এসব ব্যাপারে নাক গলানো আমাদের কাজ নয়। চল আমরা নিজেদের নিয়ে মাথা ঘামাই। সেসব আল্লাহ্‌র আউলিয়াগ্‌ণের দু'আর হাত যেন আমাদের জন্য খোলা থাকে। আমি নিজেকে কিছুই দাবি করি না। মাঝে মাঝে আমাদের মুরিদ ভাইয়েরা আমাকে নিয়ে কিছু জিনিস লিখে কিন্তু আমার সাথে সেসবের কোন সম্পর্ক নেই। আমি যদি আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা হতে পারি সেটাই হবে আমার জন্য সবচেয়ে বড় আনন্দ।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

আমি কোন স্তরে পৌঁছানোর বা কোনকিছু হবার দাবি করি না। দাবি করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় কারণ দাবির সাথে ওজনও বহন করতে হয়। এই জন্যই আমার নিজেকে নিয়ে কোন দাবি নেই। যারা আমার ব্যাপারে কোনকিছু দাবি করে তারা যেন নিজ দায়িত্বে তা করে। আমার জন্য আল্লাহ্‌র (জাঃজাঃ) বান্দা হওয়াই যথেষ্ট। আল্লাহ্‌ (জাঃজাঃ) যেন আমাদের আশেপাশে ভালো বান্দাদের জমা করেন।

আমি কত খুশী হব যদি আমাদের শেইখ, শেইখ মাওলানার (কাঃসিঃ) রেখে যাওয়া মানুষদের জন্য হিদায়াতের একটি মাধ্যম আমি হতে পারি! আমার এখানে কোন দাবি নেই, কোন বিবৃতি নেই। ইনশাল্লাহ, আমার বিবৃতি হচ্ছে মানুষকে আল্লাহ্‌র (জাঃজাঃ) আদেশকৃত পথের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া, যা কিনা নাবী (সাঃ) এর প্রদর্শিত পথ এবং ইসলামের প্রকৃত পথ।

আমাদের পথ হচ্ছে আল্লাহ্‌র ভালোবাসার, নাবী (সাঃ) এর ভালোবাসার, আহল-এ বাইতের ভালোবাসার এবং সাহাবাদের ভালোবাসার পথ। এখানে কোন ভেদাভেদ নেই। যাদের ভাগ্যে আছে তারাই এই পথে আসে। অন্যান্য পথসমূহ আরও বেশী চাকচিক্যময়, তাদের বিজ্ঞাপন বেশী, তাদের এটা আছে সেটা আছে। যারা ইচ্ছা করে তারা যেখানে খুশী চলে যেতে পারে।

আমার আর কোন দাবি নেই। আমি কোন স্বার্থের জন্য কথা বলি না। এখানেই এই চলছে এবং আমাদের নাক্সবান্দী পথটিই নাবী (সাঃ) এর পথ। এটা সঠিক পথ, যে পথ আল্লাহ্‌র দিকে নিয়ে যায়, ইনশাআল্লাহ্‌। আমি এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, কারণ এটা আল্লাহ্‌রও প্রতিশ্রুতি।

"আলা লিল্লাহিদ দীনুল খালিস"। আমরা অকৃত্রিম এবং আলাহর (জাঃজাঃ) প্রতি নিবেদিত। এছাড়া আর কিছু নেই। ইনশাআল্লাহ্‌, এই পথ যেন চলতে থাকে এবং আরও ভালো লোক যেন এতে আসে। যারা হিদায়াতের যোগ্য তারাও যেন আসে। আমাদের দরজা সবার জন্য খোলা এবং যার ইচ্ছা সেই আসতে পারে, ইনশাআল্লাহ্‌, যদি তাদের ভাগ্যে থাকে। তারা যেন সেই ভাগ্য লাভ করে এবং সুখী হতে পারে। আল্লাহ্‌ (জাঃজাঃ) যেন আমাদের সাহায্যকারী হন, ইনশাআল্লাহ্‌।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল

১ জানুয়ারী ২০১৬ / ২১ রাবিউল আউয়াল ১৪৩৭

আকবাবা দারগাহ, হাদরাহ সোহবাত